

Teacher's Content

আধুনিক যুগ

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> আধুনিক যুগের সূচনা | <input checked="" type="checkbox"/> বাংলা গদ্যের বিকাশ | <input checked="" type="checkbox"/> শ্রীরামপুর মিশন |
| <input checked="" type="checkbox"/> রাজা রামমোহন রায় ও সমসাময়িক পত্রপত্রিকা | <input checked="" type="checkbox"/> বাংলা গদ্যে নব জাগরণ | <input checked="" type="checkbox"/> ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর |
| <input checked="" type="checkbox"/> অক্ষয় কুমার দত্ত | <input checked="" type="checkbox"/> কবিতা: মদনমোহন তর্কলঙ্কার | <input checked="" type="checkbox"/> ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত |
| <input checked="" type="checkbox"/> উপন্যাস: ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় | <input checked="" type="checkbox"/> হ্যান ক্যাথেরিন ম্যালেন্স | <input checked="" type="checkbox"/> প্যারীচাঁদ মিত্র |
| <input checked="" type="checkbox"/> কালীপ্রসন্ন সিংহ | <input checked="" type="checkbox"/> স্বর্ণকুমারী দেবী | |

Content Discussion

আধুনিক যুগ ও বাংলা গদ্যের উদ্ভব

আধুনিক যুগের দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়- ১৮০০-১৮৬০ সাল পর্যন্ত প্রথম পর্যায় এবং ১৮৬১ থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়। আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্য গদ্যরীতির প্রচলন ঘটে। দোম এন্টিনিও দ্য রোজারিও রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' বাংলা গদ্যের প্রাথমিক সূচনা। এটি বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। গ্রন্থটি রোমান হরফে পর্তুগালের লিসবন থেকে মুদ্রিত হয়েছিল।

রোমান ক্যাথলিক পর্তুগিজ পাদ্রি মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁও কর্তৃক ১৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দে রচিত এবং ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থটি বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টার নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি বর্তমান গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার নাগরী নামক স্থানে লিখিত।

১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাসি হ্যালহেড ইংরেজি ভাষায় সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। এর নাম ছিল A Grammar Of the Bengali Language। এটি ছিল আংশিক বাংলা হরফে মুদ্রিত গ্রন্থ।

ফোর্ট উইলিয়াম, কলেজ ও পণ্ডিতগণ

লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ খ্রি. ৪ মে, কলকাতার লালবাজারে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ চালু ছিল ১৮০০-১৯৫৪ পর্যন্ত। এ কলেজে বাংলা বিভাগ চালু হয় ১৮০১ সালে। বাংলা গদ্যের বিকাশে প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ অবদান রয়েছে। বাংলা বিভাগের মোট শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১ জন অধ্যক্ষ, ২জন পণ্ডিত, ৬ জন সহকারী পণ্ডিত। পণ্ডিতগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন উইলিয়াম কেরী, রাম রাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলকনাথ শর্মা প্রমুখ।

বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন উইলিয়াম কেরী। তিনি ১৮০১ খ্রি. মে মাসে কলেজে যোগদান করেন। বাংলা গদ্যের বিকাশে বিদেশিদের মধ্যে তাঁর অবদান সর্বাধিক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিত হিসেবে যোগদান করেন ১৮৪১ সালে।

গ্রন্থ রচনা

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে ১৩টি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ রচনা করেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ৫ খানা।

উইলিয়াম কেরী রচিত গ্রন্থ কথোপকথন।

বাঙালি রচিত এবং বাংলা ভাষার মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, রচয়িতা রাম রাম বসু। এটি বাংলা ভাষার প্রথম গদ্যের নিদর্শন। রাম রাম বসুকে কেরী সাহেবের মুন্সী বলা হয়। 'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

উইলিয়াম কেরী

বাংলা গদ্যের বিকাশে উইলিয়াম কেরীর নাম সর্বাত্মে স্মরণযোগ্য। উইলিয়াম কেরী প্রথম বাইবেল অনুবাদ করেন 'মঙ্গল সমাচার' নামে। 'কথোপকথন' 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা উইলিয়াম কেরী।

শ্রীরামপুর মিশন

শ্রীরামপুর মিশন ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জাশুয়া মার্শম্যানের সহায়তায় উইলিয়াম কেরীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন ও মিশনের মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়। এটি ছিল ডেনিসদের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি মিশন। ১৮০৮ সালে শ্রীরামপুর ডেনিসদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে চলে আসে। বাংলা গদ্য চর্চায় যে সকল প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে খ্রিষ্টান মিশনারীগণ কর্তৃক

প্রতিষ্ঠিত ‘শ্রীরামপুর মিশন’ সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করে প্রদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন।

উইলিয়াম কেরি ও জোণুয়া মার্শম্যান।

বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা গদ্য-চর্চা নতুন গতি পায়। এছাড়াও কলকাতায় চার্লস উইলকিন্সের নির্দেশনানুযায়ী পঞ্চগনন কর্মকার মুদ্রণ উপযোগী বাংলা অক্ষর তৈরি করেছিলেন। বাইবেলের অনুবাদ মুদ্রণে তা ব্যবহৃত হয়। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে পরবর্তীকালে রামায়ণ, মহাভারত, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে এই মিশন থেকে ‘দিগদর্শন’ ও ‘সমাচার দর্পণ’ নামক পত্রিকা দুটি প্রকাশিত হয়।

রাজা রামমোহন রায়

ব্রাহ্ম সমাজ হলো সংস্কারপন্থী হিন্দু সমাজ যারা বহুঈশ্বরবাদী ধারণা বাদ দিয়ে একেশ্বরবাদী চিন্তা চেতনা লালন করেন রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন ১২২৮ সালে। তাঁর আন্দোলনের ফলে লর্ড বেন্টিং ১৮২৯ সালে আইন করে সতীদাহ প্রথা বিলোপ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীকে একই চিতায় জীবন্ত দাহ করার নিয়ম হল সতীদাহ। রামমোহন রায় রচিত গ্রন্থ: বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্তসার (১৮১৫), ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭), গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮), সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নির্বর্তকের সম্বাদ (১৮১৮)।

‘সতীদাহ প্রথা’ বিলোপ প্রসঙ্গে রামমোহন রায়ের গ্রন্থের নাম হলো প্রবর্তক ও নির্বর্তকের সম্বাদ।

পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা গদ্যরীতি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন রাজা রামমোহন রায় তাঁর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)।

রামমোহন রায় সম্পাদিত পত্রিকাগুলো হলো মীরাতুল আখবার (ফারসি ভাষায়), সম্বাদ কৌমুদী (বাংলা ভাষায়), ব্রাহ্মণ সেবধি (ইংরেজি ভাষায়)

□ সাময়িক পত্র

দিগদর্শন (এপ্রিল-১৮১৮)	সম্পাদক-জে.সি মার্শম্যান
সমাচার দর্পণ (১৮১৮, সাপ্তাহিক)	সম্পাদক- জে.সি মার্শম্যান
বঙ্গালা গেজেট (১৮১৮, সাপ্তাহিক)	সম্পাদক- গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য
সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১)	সম্পাদক-রামমোহন রায়
সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২২)	সম্পাদক-ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩৩)	সম্পাদক-দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১)	সম্পাদক- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

পুরাতন রীতির কবি

ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত

যুগসন্ধিক্ষণ বলতে আমরা ১৭৬০-১৮৬০ এই ১০০ বছরকে বুঝি। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর হতে পরবর্তী ১০০ বছর যুগ সন্ধিক্ষণ নামে পরিচিত। যুগ সন্ধিক্ষণের কবি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি।

ঈশ্বরচন্দ্র সম্পাদিত পত্রিকার নাম সাপ্তাহিক সংবাদ প্রভাকর। এটি ১৮৩১ সালের ২৮ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়। বছর তিনেক বিরতির পর ১৮৩৬ এর ১৩ আগস্ট দ্বিতীয় পর্যায়ে এটি পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১৮৩৯ এর ১৪ জুন তার সম্পাদনায় পত্রিকাটি দৈনিক রূপান্তরিত হয়।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮)

পুরাতন রীতির শেষ কবি।

কাব্য: রস তরঙ্গিনী (১৮৩৪) বাসবদত্তা (১৮৩৬) [ভারতচন্দ্রের ‘বিদ্যা সুন্দর’- এর অনুকরণে রচিত]

তিনি খণ্ডে সংকলিত তার শিশু শিক্ষা’ (১৮৪৯-৫০) ছোট ছেলেমেয়েদের পাঠ্যপুস্তকরূপে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

তার দুটি বিখ্যাত পঙ্ক্তি-

১. “পাখী সব করে রব রাত্রি পোহাইল।

কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।”

২. ‘সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারাদিন যেন আমি ভাল হয়ে চলি।’

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাংলা সাহিত্যে শিল্পসম্মত গদ্যের জনক বলা হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে (১৮২০-১৮৯২)। বিদ্যাসাগরের পারিবারিক উপাধি ‘বন্দ্যোপাধ্যায়’। সংকৃত কলেজ থেকে ১৮৩৯ খ্রি. মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত হন। বাংলা গদ্যে যতি চিহ্ন বা বিরাম চিহ্ন প্রবর্তন করেন বিদ্যাসাগর। এটি ইংরেজি ভাষা থেকে সংগৃহীত। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিরাম চিহ্নের সংখ্যা মোট তেরটি (নোট: বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ অনুযায়ী বাংলা যতিচিহ্ন ১৬টি) বিদ্যাসাগর প্রথম ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ (১৮৪৭) রচনায় সার্থক বিরামচিহ্নের প্রয়োগ করেছেন। বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষকতা করেন (১৮৪১-১৮৪৬) ৬ বছর। তিনি ১৮৪৬ সালে সংস্কৃত

কলেজে যোগ দেন, ১৮৫৮ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

বিদ্যাসাগর একাধারে লেখক, সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ। তিনি বিধবা বিবাহ আন্দোলন নাম সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তাঁর আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন করা হয়। ১৮৭০ খ্রি. বিদ্যাসাগর তার পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে এক বিধবা মহিলার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বিধবা বিবাহ আইনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন।

বিদ্যাসাগর রচিত প্রথম গ্রন্থ- ‘বাসুদেব চরিত’ (১৮৪৭ পূর্ববর্তী রচনা), এটি অনুবাদমূলক গ্রন্থ। মহাভারতের কৃষ্ণলীলার একটি অংশের অনুবাদ এটি। তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ‘বৈতাল পঞ্চবিংশতি’ (১৮৪৭)। হিন্দিভাষার সাহিত্যিক লালুজী রচিত ‘বৈতাল পৈচিসীর’ আলোকে বিদ্যাসাগর ‘বৈতাল পঞ্চবিংশতি’ রচনা করেছেন।

‘শুকুন্তলা’ রচনাটি বিদ্যাসাগর মহাকবি কালিদাস রচিত ‘অভিজ্ঞান শুকুন্তলম’ নাটকের আলোকে রচনা করেছেন। শেক্সপিয়ারের Comedy of Errors নাটক অবলম্বনে বিদ্যাসাগর ‘ভ্রান্তিবিলাস’ রচনা করেন।

বিদ্যাসাগর রচিত উপখ্যানধর্মী মৌলিক রচনা ‘প্রভাবতী সম্ভাষণ’ (১৮৯২)। বঙ্কুর কন্যা ‘প্রভাবতী’র মৃত্যুতে স্মৃতিচারণ করে এটি রচিত। বিদ্যাসাগর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নামে ‘ব্যাকরণ কৌমুদী’।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত পত্রিকার নাম সর্বশুভকরী, প্রকাশকালে ১৮৫০ সালে। ১৮৫৫ সালে স্কুলগামী শিশুদের জন্য লিখেন বর্ণপরিচয় বইটি, যা ক্লাসিক মর্যাদা লাভ করে।

বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারকমূলক গ্রন্থগুলো- বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫), বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৯৫৬), বাল্যবিবাহের দোষ।

অক্ষয়কুমার দত্ত

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তবে পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ সালে। তিনি প্রথম বিজ্ঞান মনস্ক লেখক।

কবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন তার দৌহিত্র।

উপন্যাস

উপনয় বা উপন্যস্ত শব্দ থেকে ‘উপন্যাস’ শব্দের উৎপত্তি, যা ইংরেজি Novel শব্দের পরিভাষারূপে গৃহীত। সাধারণ অর্থে উপন্যাস বলতে

গদ্যে লিখিত দীর্ঘ উপস্থাপনাকে বুঝায়। একটি সার্থক উপন্যাসে কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র, বর্ণনাভঙ্গি, রস সংলাপ, ভাষা ইত্যাদির মাধ্যমে মূলত লেখকের জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতিই প্রকাশ পায়। উপন্যাস আধুনিক সাহিত্যের একটি বিশেষ রূপ।

বাংলা উপন্যাস আবির্ভাবের প্রাথমিক পর্যায়:

বাংলা উপন্যাসের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’ মহাকাব্যদ্বয়ে এবং বিভিন্ন রূপকথা ও পুরাণ সাহিত্যে। এছাড়া দশকুমারচরিত, বৃহৎকথা, বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি গদ্যকাব্য এবং পালিভাষায় রচিত ‘জাতক কাহিনী’ তেও উপন্যাসের কিছু উপাদান লক্ষ করা যায়।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের পূর্বসূর হল সামাজিক নকশা বা সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র সংগলিত গদ্য রচনাসমূহ।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮): তিনি ‘সমাচার চন্দ্রিকা, পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

গ্রন্থ: কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩), নবাবু বিলাস (১৮২৫) নববিবি বিলাস (১৮৩২)

‘কলিকাতা কমলালয়’ গ্রন্থে কলকাতার জীবন ও অনাচারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তখনকার দিনে একজন কলকাতায় এসে কীভাবে প্রতিষ্ঠা পেতে সচেষ্ট হয় তা ফুটে উঠেছে। ‘নবাবু বিলাস’ গ্রন্থে কলকাতার বাবু সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ‘নববিবি বিলাস’ গ্রন্থে সেকালের বড় লোকদের রক্ষিতা নিয়ে বাইরে রাত্রি যাপন এবং এর ফলে তাদের স্ত্রীদের পদস্ফলন ও শোচনীয় পরিণতির চিত্র ফুটে উঠেছে।

হান্না ক্যাথেরিন ম্যালেন্স: তিনি একজন খ্রিষ্টান বিদেশিনী।

গ্রন্থ: ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (১৮৫২)

এটি বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার প্রথম প্রচেষ্টা। গ্রন্থটি মূলত খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও এতে উপন্যাসের কিছু লক্ষণ দেখা যায়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

বাংলা সাহিত্যের ‘হুতোম পেঁচা’ ছদ্মনাম হলো কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০)। তার রচিত ব্যঙ্গ রচনাটির নাম ‘হুতোম পেঁচার নকশা’ (১৮৬২)।

গ্রন্থ: হুতোম পেঁচার নকশা: এটি ১৮৬১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, সামাজিক নকশাজাতীয় গ্রন্থ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫):

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ ও ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের মুখ্য প্রচারক ও পৃষ্ঠপোষক। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯)

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহোদর। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভ্রমণকাহিনী ‘পালামৌ’ রচয়িতা।

উপন্যাস: কণ্ঠমালা (১৮৭৭), মাধবীলতা (১৮৮৫)

ভ্রমণ কাহিনী: ‘পালামৌ’

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)

বাংলা সাহিত্যে প্রথম বাঙালি ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি দীর্ঘকাল বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা ‘ভারতী’র সম্পাদিকা ছিলেন। তিনি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

নওয়াব ফয়জুল্লাহ চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারী জাগরণের কবি নবাব ফয়জুল্লাহ চৌধুরাণী (১৮৩৪-১৯০৩)। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মহারানী ভিক্টোরিয়া তাকে নওয়াব উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনিই একমাত্র মহিলা যিনি এ খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। ফয়জুল্লাহ রচিত গদ্য-পদ্যে লেখা গ্রন্থ ‘রূপজালাল’ (১৮৭৬)। এটি তার আত্মজীবনীমূলক কাব্য।

প্যারীচাঁদ মিত্র

বাংলা উপন্যাস সাহিত্য ধারার প্রথম পুরুষ হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)। তিনি ছিলেন ডিরোজিওর প্রিয় ছাত্রদের অন্যতম। তিনি কৃষি বিষয়ক আধুনিক জ্ঞান ইংরেজি জার্নাল থেকে বাংলায় অনুবাদ করার জন্য তাঁর প্রস্তাব অনুসারে ‘এগ্রিকালচারাল সোসাইটি’ কর্তৃক একটি অনুবাদ সমিতি গঠন (১৮৫০) করেন। রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় মহিলাদের হিতকরী ‘মাসিক পত্রিকা’ (১৮৫৪) প্যারীচাঁদ মিত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন।

তার রচিত প্রথম উপন্যাস ‘আলালের ঘরের দুলাল’ (১৮৫৮)। তিনি ‘টেকচাঁদ ঠাকুর’ ছদ্মনামে সাহিত্য চর্চা করতেন। ‘আলালের ঘরের দুলাল’ এর বাগধারাগত অর্থ ‘অতি আদরের নষ্ট পুত্র’। এ উপন্যাসের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলো হলো: বাবুরাম বাবু, মতিলাল, রামলাল, ঠকচাঁদা, ঠকচাঁচী, বক্রেস্বর প্রভৃতি।

প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলো- মদখাওয়া বড় দায় জাত থাকার কী উপায় (১৮৫৯), যৎকিঞ্চিৎ (১৮৫৯), রামারঞ্জিকা (১৮৬০), গীতাকুর (১৮৬১), অভেদী (১৯৭১) ইত্যাদি।

প্যারীচাঁদ মিত্রকে ‘ডিকেন্স অব বেঙ্গল’ বলে অভিহিত করেন পাদ্রী লং সাহেব। ইয়ংবেঙ্গল হল ইংরেজি ভাবধারাপুষ্ট বাঙালি যুবক।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬ জুন ১৮৩৮) ৮ এপ্রিল ১৮৯৪)। তাঁর উপাধি “সাহিত্য সম্রাট” এবং ছদ্মনাম ‘কমলাকান্ত’। তাকে ‘বাংলার ওয়াল্টার স্কট’ ও ‘নবজাগরণের অগ্রদূত’ বলা হয়। তিনি পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণার কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রথম গ্রন্থ ‘ললিতা পুরাকালিন গল্প তথা মানস’ (১৮৫৬)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম গ্রাজুয়েট। তার প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত পত্রিকার নাম ‘বঙ্গদর্শন’ (১৮৭২)।

উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ১৪টি। এগুলো হলো-দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রাজসিংহ (১৮৮২), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রজনী (১৮৭৭), ইন্দিরা (১৮৭৩), দেবী চৌধুরাণী (১৮৭৪) রাধারাণী (১৮৮৬), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), আনন্দমঠ (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭)। তার প্রথম ও সার্থক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। প্রথম সার্থক রোমান্টিক উপন্যাস ‘কপালকুণ্ডলা’ (১৮৬৬)। প্রথম রোমান্টিক সংলাপ ‘পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ!’ এটি কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের। নবকুমার, কাপালিক, কপালকুণ্ডলা এ উপন্যাসের চরিত্র। উপন্যাসটির আরেকটি বিখ্যাত লাইন হল- ‘তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?’

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো দুর্গেশনন্দিনী (১৯৬৫), রাজসিংহ (১৮৮২), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫)।

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলো বিষবৃক্ষ (১৮৬৬), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)। ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসের চরিত্র হলো রোহিনী, গোবিন্দলাল, ভ্রমর। নগেন্দ্রনাথ, কুন্দনন্দিনী ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসের

চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘এয়ী’ উপন্যাসগুলো ‘আনন্দমঠ’ (১৮৮২) ‘দেবী চৌধুরাণী’ (১৮৮৪), ‘সীতারাম’ (১৮৮৭)।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবল দেশ প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ‘আনন্দমঠ’ (১৮৮২) উপন্যাসে। এতে হিন্দু ধর্মের জাগরণের কথা ফুটে উঠেছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ছায়ায় স্বদেশভক্তি, স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি বঙ্কিমের নিষ্ঠার প্রকাশ ঘটেছে এ উপন্যাসে। এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ‘বন্দে মাতরম’ গানটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকারীদের সম্প্রদায়প্রতির উদ্দীপক গান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। গৌড়া হিন্দুগণ তাকে ঋষি আখ্যায়িত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক উপন্যাস ‘মৃণালিনী’ (১৮৬৯)। ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গদেশে তুর্কী আক্রমণের পটভূমি এতে ফুটে উঠেছে। বঙ্কিমের দেশাত্ববোধ এতে উন্মোচিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস ‘রজনী’ (১৮৭৭)। কমলাকান্তের দগুর্ (১৮৭৫) বঙ্কিমের রসরচনা। এতে লেখক নিজে কমলাকান্তের ছদ্মবোরে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপের মাধ্যমে নানা অসঙ্গতি ফুটিয়ে তুলেছেন।

‘সাম্য’ বঙ্কিমের একটি প্রবন্ধগ্রন্থ। এ গ্রন্থে সমাজে সাম্যপ্রতিষ্ঠায় তার চিন্তার প্রতিফলন রয়েছে। পরবর্তীতে বঙ্কিমচন্দ্র তার সাম্য গ্রন্থ বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেন।

মীর মশাররফ হোসেন

বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম নাট্যকার ও উপন্যাসিক মীর মশাররফ হোসেন (১৩ নভেম্বর, ১৮৪৭-১৯ ডিসেম্বর, ১৯১৯)। তাঁর ছদ্মনাম ‘গাজী মিয়া’। তিনি কুষ্টিয়ার লাহিনী পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন (১৩ নভেম্বর, ১৯৪৭)। তাঁর জীবনের অধিকাংশ ব্যয় হয় ফরিদপুর নবাব এস্টেটে চাকরি করে। ১৮৮৫-তে দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার হয়ে টাঙ্গাইল আগমন করেন। দেলদুয়ার এস্টেট ছিল করিমুল্লোসার (বেগম রোকেয়ার বড় বোন) স্বামীর জমিদারি। তিনি কলকাতায় সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১) ও কুমারখালির গ্রামবার্তা প্রকাশিকা (১৮৬৩) পত্রিকায় মফঃস্বল সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি আজিজনেনহার (১৮৭৪) ও হিতকারী (১৮৯০) নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কাঙাল হরিনাথ তার সাহিত্যগুরু।

উপন্যাস: ‘রত্নবতী’ (১৮৬৯), ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা’ (১৮৮৫-১৮৯১), গাজী মিয়ার বস্তানী (১৮৯৯), রাজিয়া খাতুন, বাধা খাতা (১৮৯৯), নিয়তি কি অবনতি (১৮৯৯)।

তার প্রথম গ্রন্থ রত্নবতী (১৮৬৯)। এটি উপন্যাস। এটি বাঙালি মুসলমান রচিত প্রথম গ্রন্থ। লেখক একে ‘কৌতুকাবহ উপন্যাস’ বলেছেন। এর বিষয়বস্তু ‘ধন বড় না বিদ্যা বড়’ বিষয় নিয়ে বিতর্ক। মীর মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ রচনা ‘বিষাদ সিন্ধু’ (১৮৯১)। এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য কারবালার বিষাদময় কাহিনী। উপন্যাসটি তিন খণ্ডে বিভক্ত- মররম পর্ব, উদ্ধার পর্ব, এজিদবধ পর্ব। গ্রন্থটিতে প্রতিনায়ককে মূল চরিত্রে ফুটিয়ে তোলার ছায়াপাত ঘটেছে মাইকেলের মেঘনাদ বধ মহাকাব্যের আদলে।

‘গাজী মিয়ার বস্তানী’ তার আত্মজীবনীমূলক রচনা। এতে লেখক নিজেকে ‘ভেড়াকান্ত’ নামে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা। বঙ্কিমের ‘কমলাকান্তের দগুর্’- এর ছায়াপাত এতে দেখা যায়।

নাটক: মীর মশাররফ হোসেন রচিত নাটকগুলো হলো ‘বসন্তকুমারী’ (১৮৭৩), জমিদার দর্পণ (১৮৭৩), বেহুলা গীতাভিনয় (১৮৮৯)।

মীর মশাররফ হোসেন রচিত প্রহসনগুলো হলো- ‘এর উপায় কি’ (১৮৭৫), ‘ভাই ভাই এই তো চাই’।

কাব্যগ্রন্থ: গোরাই ব্রিজ (১৮৭৩), সঙ্গত লহরী (১৮৮৭), পঞ্চণারী (১৯০৭), মোসলেম বীরত্ব (১৯০৭), প্রেম পারিজাত।

প্রবন্ধ: গো জীবন (১৮৮৯), বিবি কুলসুম (১৮৯০), আমার জীবনী।

গো জীবন গ্রন্থ-হত্যা অনুচিত মত প্রকাশ করায় মামলায় জড়িয়ে পড়েন এবং পরে ধর্মীয় মৌলবাদীদের প্রবল চাপের মুখে তিনি গ্রন্থটি প্রত্যাহার করেন।

সম্পাদিত পত্রিকা: আজিজনেনহার (১৮৭৪), হিতকারী (১৮৯০)।

Teacher-Student's Work

০১. ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা-

- ক. রাজা রামমোহন রায় খ. কেশবচন্দ্র সেন
গ. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. স্বামী বিবেকানন্দ

০২. কোন গ্রন্থটি রাজা রামমোহন রায়ের রচনা নয়?

- ক. বেদান্ত চন্দ্রিকা খ. বেদান্ত গ্রন্থ
গ. বেদান্ত সার ঘ. পথ্য প্রদান

০৩. সতীদাহ প্রথা প্রসঙ্গে রামমোহন রায়ের রচিত পুস্তক-

- ক. দোলন-চাঁপা খ. পথে হলো দেখা
গ. পথের পাঁচালী ঘ. প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ

০৪. সতীদাহ প্রথা রহিতকরণে কোন সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য?

- ক. গোপালকৃষ্ণ গোখল খ. রাজা রামমোহন রায়
গ. সরোজিনী নাইডু ঘ. দাদাভাই নওরোজী

০৫. রাজা রামমোহন রায় যে বিষয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন-

- ক. প্রেস অর্ডিন্যান্স খ. নীল চাষ
গ. নীল কমিশন ঘ. রাইফেল ব্যবহার

০৬. সর্বপ্রথম বাংলায় বাংলা ব্যাকরণ লেখেন কে?

- ক. রাজা রামমোহন রায় খ. এন. বি. হেলহেড
গ. উইলিয়াম কেরি ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

০৭. রাজা রামমোহন রায় রচিত ব্যাকরণগ্রন্থ কোনটি?

- ক. ব্যাকরণ মুঞ্জরী
খ. ব্যাকরণ বিচিত্রা
গ. গৌড়ীয় ব্যাকরণ
ঘ. A Grammar of Bengali Language

০৮. বাংলা ভাষায় প্রথম গল্পধর্মী বই কোনটি?

- ক. রামায়ণ খ. শকুন্তলা
গ. বেতালপঞ্চবিংশতি ঘ. দেবান্ত গ্রন্থ

০৯. Brahmunical Magazine (1821) ইংরেজি প্রতিকাটি কার?

- ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. এন. বি. হেলহেড
গ. রাজা রামমোহন রায় ঘ. উইলিয়াম কেরি

১০. 'মীরাতুল আখবার' ফারসি ভাষার এই প্রতিকাটির সম্পাদক কে?

- ক. উইলিয়াম কেরি খ. রাজা রামমোহন রায়
গ. এন. বি. হেলহেড ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১১. নিচের কোন প্রতিকাটি রাজা রামমোহন রায়ের নয়?

- ক. মীরাতুল আখবার খ. ব্রাহ্মনিকাল ম্যাগাজিন
গ. ব্রাহ্মণ সেবধি ঘ. সংবাদ প্রভাকর

১২. কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে 'খাঁটি বাঙালি' হিসেবে অভিহিত করেছেন কে?

- ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মধুসূদন দত্ত
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ. অক্ষয়কুমার দত্ত

১৩. কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?

- ক. দিগদর্শন খ. সমাচার দর্পণ
গ. সংবাদ প্রভাকর ঘ. তত্ত্ববোধিনী

১৪. কোন খ্যাতিমান লেখক যুগ সন্ধিক্ষণের কবি হিসেবে পরিচিত?

- ক. ভারতচন্দ্র রায় খ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
খ. মধুসূদন দত্ত ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৫. 'তপসে মাছ' কবিতাটি কার রচনা?

- ক. মদনমোহন তর্কালংকার খ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গ. রামমোহন রায় ঘ. জীবনানন্দ দাশ

১৬. 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাটি কত সালে দৈনিক হয়?

- ক. ১৮৩১ খ. ১৮৩৬
গ. ১৮৩৯ ঘ. ১৮৩৮

১৭. প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত উপন্যাস কোনটি?

- ক. আলালের ঘরের দুলাল খ. সীতারাম
গ. চঞ্চল্য ঘ. কুহেলিকা

১৮. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম কী?

- ক. হতোম প্যাঁচার নকশা খ. দুর্গেশনন্দিনী
গ. আলালের ঘরের দুলাল ঘ. গোরা

১৯. প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা নয় কোনটি?

- ক. মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়
খ. বামারঞ্জিকা
গ. ব্রজবিলাস
ঘ. বামাতোসিনী

২০. কার ছদ্মনাম 'টেকচাঁদ ঠাকুর'?

- ক. রাজা রামমোহন রায় খ. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাসাগর
গ. প্যারীচাঁদ মিত্র ঘ. প্রমথ চৌধুরী

২১. বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাসিক কে?

- ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২২. বাংলা উপন্যাস ধারার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ হলেন-

- ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. প্যারীচাঁদ মিত্র

২৩. বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস কোনটি?

- ক. হতোম প্যাঁচার নকশা খ. আলালের ঘরের দুলাল
গ. দুর্গেশ নন্দিনী ঘ. পথের দাবী

২৪. 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর লেখক কে?

- ক. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাসাগর খ. প্যারীচাঁদ মিত্র
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. উইলিয়াম কেরি

২৫. প্যারিচাঁদ মিত্রের গ্রন্থ কোনটি?

- ক. মৃত্যুক্ষুধা খ. নৌকাডুবি
গ. আলালের ঘরের দুলাল ঘ. শেষের কবিতা

২৬. বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস টেকচাঁদ ঠাকুরের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ কোন সালে প্রকাশিত হয়?

- ক. ১৮৩৪ সালে খ. ১৮৫৮ সালে
গ. ১৯৪৭ সালে ঘ. ১৮৭৩ সালে

২৭. ‘আলালের ঘরের দুলাল’-

- ক. বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত গ্রন্থ খ. কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত গ্রন্থ
গ. কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত গ্রন্থ ঘ. ক + গ

২৮. কার ছদ্মনাম ‘টেকচাঁদ ঠাকুর’?

- ক. রাজা রামমোহন রায় খ. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
গ. প্যারিচাঁদ মিত্র ঘ. প্রমথ চৌধুরী

৩০. বাংলা উপন্যাস রচনার পৃথিবী বলা হয় কাকে?

- ক. রবীন্দ্রনাথ খ. প্যারিচাঁদ মিত্র
গ. বঙ্কিমচন্দ্র ঘ. শরৎচন্দ্র

৩১. ‘The Zamindar and Royats’-গ্রন্থটি কার?

- ক. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার খ. উইলিয়াম কেরি
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. প্যারিচাঁদ মিত্র

৩২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন-

- ক. ১৯৭৬ সালে খ. ১৮০২ সালে
গ. ১৮২০ সালে ঘ. ১৮৪৮ সালে

৩৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পারিবারিক নাম-

- ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. ঈশ্বর শর্মা ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩৪. ঈশ্বরচন্দ্রকে কোন প্রতিষ্ঠান ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি প্রদান করে?

- ক. প্রেসিডেন্সি কলেজ খ. সংস্কৃত কলেজ
গ. বিদ্যাসাগর কলেজ ঘ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৩৫. হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের প্রবর্তক-

- ক. রাজা রামমোহন রায় খ. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. সরোজিনী নাইডু ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৩৬. বিধবাবিবাহ রহিতকরণে কে কলম যুদ্ধ করেন-

- ক. রাজা রামমোহন রায় খ. প্যারিচাঁদ মিত্র
গ. রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৩৭. বাংলা ভাষায় বিরামচিহ্ন বা যতিচিহ্ন ব্যবহারের কৃতিত্ব কার?

- ক. বিদ্যাসাগরের খ. অক্ষয়কুমারের
গ. চণ্ডীচরণ মুন্সির ঘ. কালীপ্রসন্ন সিংহের

৩৮. বাংলা ভাষায় বিরামচিহ্নের ব্যবহার কোন সাল থেকে শুরু হয়?

- ক. ১৮৪৭ সালে খ. ১৮৭৪ সালে
গ. ১৮৮৯ সালে ঘ. ১৯২৩ সালে

৩৯. কোন গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা হয়?

- ক. ভ্রান্তিবিলাস খ. বেতাল পঞ্চবিংশতি
গ. প্রভাবতী ঘ. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস

৪০. কোনটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনা?

- ক. হতোম প্যাঁচার নকশা খ. কীর্তিবিলাস
গ. বেতাল পঞ্চবিংশতি ঘ. শর্মিষ্ঠা

৪১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা?

- ক. প্রভাবতী সম্ভাষণ খ. জীবন রচিত
গ. বেতাল পঞ্চবিংশতি ঘ. সীতার বনবাস

৪২. শেখরপিয়রের নাটকের বাংলা গদ্যরূপ দিয়েছেন-

- ক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪৩. ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগরের লেখা কোন বইটি ক্লাসিক মর্যাদা লাভ করেছেন?

- ক. শুকুন্তলা খ. সীতার বনবাস
গ. বর্ণপরিচয় ঘ. ভ্রান্তিবিলাস

৪৪. বাংলা ভাষায় বাক্যের অর্থ উদ্ধারের সুবিধার্থে কে প্রথম দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদির প্রবর্তন করেন?

- ক. উইলিয়াম কেরি খ. প্যারিচাঁদ মিত্র
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৫. কোনটি বিদ্যাসাগরের রচনা?

- ক. রাজাবলী খ. বত্রিশ সিংহাসন
গ. হিতোপদেশ ঘ. শকুন্তলা

৪৬. হতোম গদ্যের লেখকের নাম-

- ক. টেকচাঁদ ঠাকুর খ. দীনবন্ধু মিত্র
গ. কালীপ্রসন্ন সিংহ ঘ. ভানুসিংহ ঠাকুর

৪৭. ‘হতোম প্যাঁচ’ কার ছদ্মনাম?

- ক. কালীপ্রসন্ন সিংহ খ. বালাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. প্রমথ চৌধুরী

৪৮. ‘হতোম প্যাঁচার নকশা’র রচয়িতা কে?

- ক. রামরাম বসু খ. ভূদেব মুখোপাধ্যায়
গ. দীনবন্ধু মিত্র ঘ. কালীপ্রসন্ন সিংহ

৪৯. হতোম গদ্যের লেখকের নাম কী?

- ক. টেকচাঁদ ঠাকুর খ. দীনবন্ধু মিত্র
গ. ভানুসিংহ ঠাকুর ঘ. কালীপ্রসন্ন সিংহ

৫০. ‘সাবিত্রী সত্যবান’ নাটকটির রচয়িতা কে?

- ক. কালীপ্রসন্ন সিংহ খ. ভানুসিংহ ঠাকুর
গ. দীনবন্ধু মিত্র ঘ. টেকচাঁদ ঠাকুর

BCS Previous Year Questions

- ০১। বাংলা আধুনিক উপন্যাস-এর প্রবর্তক ছিলেন- [৪০তম বিসিএস]
 ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. প্যারীচাঁদ মিত্র
 গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ০২। “জীবনস্মৃতি” কার রচনা? [৪০তম বিসিএস]
 ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
 গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
- ০৩। “সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
 সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি”
 চরণ দুটির রচয়িতা কে? [৪০তম বিসিএস]
 ক. চণ্ডীচরণ মুনশী খ. কাজী নজরুল ইসলাম
 গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. মদনমোহন তর্কালঙ্কার
০৪. কোনটি বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনীমূলক লেখা? [৩৮তম বিসিএস]
 ক. আত্মচরিত খ. আত্মকথা
 গ. আত্মজিজ্ঞাসা ঘ. আমার কথা
০৫. কে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক ছিলেন? [৩৮তম বিসিএস]
 ক. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ. রামরাম বসু
 গ. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. অক্ষয়কুমার দত্ত
০৬. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়- [২৬তম বিসিএস]
 ক. ১৮০০ সালে খ. ১৮০১ সালে
 গ. ১৮০২ সালে ঘ. ১৮০৪ সালে
০৭. বাংলা গদ্য সাহিত্যের উৎপত্তিকাল- [২৮ তম বিসিএস]
 ক. ষোড়শ শতাব্দী খ. সপ্তদশ শতাব্দী
 গ. অষ্টাদশ শতাব্দী ঘ. ঊনবিংশ শতাব্দী
০৮. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ কে ছিলেন? [৩৪তম বিসিএস]
 ক. উইলিয়াম কেরি খ. লর্ড ওয়েলেসলি
 গ. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ঘ. রামরাম বসু
০৯. “রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র” গ্রন্থটির প্রণেতা [৩৬তম বিসিএস]
 ক. উইলিয়াম কেরী খ. গোলক নাথ শর্মা
 গ. রামরাম বসু ঘ. হর প্রসাদ রায়
১০. বাংলা সাহিত্যের আদি গদ্যগ্রন্থ কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]
 ক. প্রভু যীশুর বাণী খ. কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ

গ. মিশনারী জীবন

ঘ. ফুলমণি ও করুণার বিবরণ

১১. রাজা রামমোহন রায় রচিত বাংলা ব্রাকরণের নাম কী? [২৭তম
বিসিএস]
ক. আধুনিক ব্যাকরণ খ. সংস্কৃত বাংলা ব্যাকরণ
গ. গৌড়ীয় ব্যাকরণ ঘ. The Bengali Grammar
১২. বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িকপত্র কোনটি? [২৮তম বিসিএস]
ক. বেঙ্গল গেজেট খ. বঙ্গ দর্শন
গ. সমাচার দর্পণ ঘ. দিগদর্শন
১৩. ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন- [২৮তম বিসিএস]
ক. জন ক্লাক মার্শম্যান খ. উইলিয়াম কেরি
গ. জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন ঘ. ডেভিড হেয়ার
১৪. ‘প্রভাবতী সম্ভাষণ’ কার রচনা? [২১ তম বিসিএস]
ক. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ. রামমোহন রায় ঘ. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ‘প্রান্তবিলাস’ কোন নাটকের গদ্য অনুবাদ? [২৩তম বিসিএস]
ক. মার্চেন্ট অব ভেনিস খ. কমেডি অব এররস
গ. এ মিডসামার নাইটস ড্রিম ঘ. টেমিং অব দি শ্রু
১৬. বাংলা গদ্যের জনক কে? [৩১তম বিসিএস]
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. উইলিয়াম কেরী ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৭. কোনটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী? [৩৫তম বিসিএস]
ক. স্মৃতি কথামালা খ. আত্মকথা
গ. আত্মচরিত ঘ. আমার কথা
১৮. ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হিসেবে খ্যাত ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক কে
ছিলেন? [২৬তম বিসিএস]
ক. অক্ষয়কুমার দত্ত খ. রামমোহন রায়
গ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৯. ঠকচাচা কোন উপন্যাসে চরিত্র? [১৫তম ও বিসিএস]
ক. ইতিহাস মালা খ. শকুন্তলা
গ. রত্নাবতী ঘ. আলালের ঘরের দুলাল
২০. ইয়ংবেঙ্গল? [২৮তম বিসিএস]
ক. বাংলাভাষা শিক্ষার্থী ইংরেজ খ. ইংরেজ ভাবধারাপুষ্ট বাঙালি যুবক
গ. একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর নাম ঘ. একটি সাময়িক পত্রের নাম

২১. ‘আধ্যাত্মিক উপন্যাসের লেখক কে? [৩০তম বিসিএস]

ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. দমোদর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২২. ‘ইয়ং বেঙ্গল’ গোষ্ঠীর মুখপত্ররূপে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়?

[৩৬তম বিসিএস]

ক. বঙ্গদূত খ. জ্ঞানান্বেষণ
গ. জ্ঞানাকুর ঘ. সংবাদ প্রভাকর

২৩. রোহিণী কোন উপন্যাসের চরিত্র? [১২তম ও ১৬তম বিসিএস]

ক. আনন্দমঠ খ. দুর্গেশনন্দিনী
গ. বিষবৃক্ষ ঘ. কৃষ্ণকান্তের উইল

২৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘কৃষ্ণকান্তে উইল’ উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র কী কী? [১২তম বিসিএস]

ক. নিখিলেস ও বিমলা খ. মধুসূদন ও কুমুদিনী
গ. রোহিণী ও গোবিন্দলাল ঘ. সুরেশ ও অচলা

২৫. পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ!-কার রচনা? [১৬তম বিসিএস]

ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ. কালী প্রসন্ন সিংহ ঘ. প্যারীচাঁদ মিত্র

২৬. রোহিণী-বিনোদিনী-কিরণময়ী কোন গ্রন্থগুচ্ছের চরিত্র? [২৩তম বিসিএস]

ক. বিষবৃক্ষ-চতুরঙ্গ-চরিত্রহীন
খ. কৃষ্ণকান্তের উইল যোগাযোগ-পথের দাবী
গ. দুর্গেশনন্দিনী-চোখের বালি-গৃহদাহ
ঘ. কৃষ্ণকান্তের উইল-চোখের বালি-চরিত্রহীন

২৭. ‘সাম্য’ গ্রন্থের রচয়িতা কে? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]

ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. মোহাম্মদ লুতফর রহমান

২৮. বঙ্কিমচন্দ্র কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? [২৫তম বিসিএস]

ক. বেঙ্গল গেজেট খ. বঙ্গদর্শন
গ. জ্ঞানান্বেষণ ঘ. সংবাদ

২৯. ‘কাঠালপাড়া’র জন্মগ্রন্থ করেন কোন লেখক? [৩০তম বিসিএস]

ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. সুভাস মুখোপাধ্যায়
গ. কাজী ইমদাদুল হক ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসের চরিত্র কোনটি?

[৩৩তম বিসিএস]

ক. কুন্দনন্দিনী খ. শ্যামসুন্দরী
গ. বিমলা ঘ. রোহিণী

৩১. বাংলা সাহিত্যের জনক হিসেবে কার নাম চিরস্মরণীয়? [৩৪তম বিসিএস]

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. রাজা রামমোহন রায়
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩২. ‘কপাল কুন্ডলা’ কোন প্রকৃতিক রচনা? [৩৫তম বিসিএস]

ক. রোমান্সমূলক উপন্যাস খ. ঐতিহাসিক উপন্যাস
গ. বিয়োগান্তক নাটক ঘ. সামাজিক উপন্যাস

৩৩. নিচের যে উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজ জীবনের চিত্র প্রাধান্য লাভ করেনি-

[৩৬তম বিসিএস]

ক. গণদেবতা খ. পদ্মানদীর মাঝি গ. সীতারাম ঘ. পথের পাঁচালী

৩৪. বাঙালি মুসলিম নাট্যকার রচিত প্রথম নাটক কোনটি? [১৪তম বিসিএস]

ক. মীর কাসিম খ. বসন্তকুমারী গ. বাবু কাহিনী ঘ. বিবাহ বিডাট

৩৫. ‘বিষাদসিন্ধু’ কার রচনা? [২০তম বিসিএস]

ক. কায়কোবাদ খ. মীর মশাররফ হোসেন
গ. মোজাম্মেল হক ঘ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী

৩৬. ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা’ কোন জাতীয় রচনা? [২৬তম বিসিএস]

ক. নাটক খ. কাব্য

গ. আত্মজৈবনিক উপন্যাস ঘ. গিতি কবিতার সংকলন

৩৭. মীর মশাররফ হোসেনের নাটক কোনটি? [২৮তম বিসিএস]

ক. নাটির পূজা খ. বেহুলা গীতাভিনয়
গ. নবীন তপস্বিনী ঘ. কৃষ্ণকুমারী

৩৮. বাংলা সাহিত্য প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলমান সাহিত্যিক কে? [২৮তম বিসিএস]

ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. গোলাম মোস্তফা
গ. কায়কোবাদ ঘ. মীর মশাররফ হোসেন

৩৯. নিচের কোনটি মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম-মৃত্যু সাল? [৩০তম বিসিএস]

ক. ১৮৬৮-১৯৪৪ খ. ১৮২০-১৮৯১ গ. ১৮৪৭-১৯১২ ঘ. ১৮২৪-১৮৭৪

৪০. ‘বিষাদসিন্ধু’ একটি- [৩৬তম বিসিএস]

ক. গবেষণা গ্রন্থ খ. ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ
গ. ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস ঘ. আত্মজীবনী

Keys to BCS Previous Year Questions

০১	ঘ	০২	ক	০৩	ঘ	০৪	ক	০৫	খ
০৬	খ	০৭	ক	০৮	গ	০৯	খ	১০	গ
১১	ক	১২	ক	১৩	খ	১৪	খ	১৫	ক
১৬	গ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	ক
২১	খ	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	ঘ

লেকচার # ০৯

৪৬তম BCS প্রিলিমিনারি

২৬	গ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	ঘ
৩১	খ	৩২	গ	৩৩	খ	৩৪	খ	৩৫	গ

৩৬	খ	৩৭	খ	৩৮	গ	৩৯	গ		
----	---	----	---	----	---	----	---	--	--

জেনে রাখা ভালো

০১. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
☞ ব্রিটিশ অফিসারদের বাংলা শিক্ষা দেয়া।
০২. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কবে কোথায় স্থাপিত হয়?
☞ ১৮০০ খ্রি., ৪ মে। কলকাতার লালবাজারে।
০৩. বাঙালি রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের নাম কী?
☞ রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, রচয়িতা রাম রাম বসু।
০৪. বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থের নাম নির্দেশ করুন।
☞ কথোপকথন।
০৫. কেরী সাহেবের মুনশী বলা হয়?
☞ রাম রাম বসুকে।
০৬. ব্রিটিশ সিংহাসন, 'হিতোপদেশ' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা কে?
☞ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।
০৭. 'কথোপকথন' ইতিহাসমালা' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা কে?
☞ উইলিয়াম কেরী।
০৮. বাংলা গদ্য সাহিত্য বিকাশে কোন প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ অবদান রয়েছে?
☞ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।
০৯. উইলিয়াম কেরীর রচনা
☞ কথোপকথন।
১০. কোন দু'জন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা গ্রন্থ প্রণয়নকারী পণ্ডিত?
☞ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামরাম বসু।
১১. বাংলা গদ্যের বিকাশ কোন বিদেশির/কার অবদান সর্বাধিক?
☞ উইলিয়াম কেরী।
১২. ফোর্ট উইলিয়াম যুগে সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন-
☞ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।
১৩. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কত সালে বাংলা বিভাগ চালু হয়?
☞ ১৮০১ সালে।
১৪. বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন কে? নাম কী?
☞ রাজা রামমোহন রায়। গৌড়ীয় ব্যাকরণ।
১৫. কার আন্দোলনের ফলে উইলিয়াম বেন্টিং আইনের দ্বারা সতীদাহ প্রথা নিরোধ করেন?
☞ রামমোহন রায়।
১৬. পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সর্বপ্রথম গদ্যরীতির ব্যবহার করেন কোন বাঙালি?
☞ রাজা রামমোহন রায়।
১৭. ব্রাহ্মসমাজ কে কবে প্রতিষ্ঠা করেন?
☞ রামমোহন রায়। ১৮২৮ সালে।
১৮. বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক প্রতিকা কোনটি?
☞ সংবাদ প্রভাকর।
১৯. সতীদাহ প্রথা কত সালে বিলোপ করা হয় ও কে করেন?
☞ ১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্কে এ প্রথার বিলোপ করেন।
২০. সতীদাহ প্রথা প্রসঙ্গে রামমোহন রায় রচিত গ্রন্থের নাম কী?
☞ সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তকের সম্বাদ।
২১. 'মীরাতুল আখবার' পত্রিকাটির সম্পাদক কে? এটি কোন ভাষার পত্রিকা?
☞ রামমোহন রায়। ফারসি ভাষায়।
২২. যুগসন্ধির কবি হলেন-
☞ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
২৩. কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? প্রকাশকাল কবে?
☞ সংবাদ প্রভাকর। ১৮৩১ সাল।
২৪. সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি- কার রচনা?
☞ মদনমোহন তর্কালঙ্কার।
২৫. যুগসন্ধিক্ষণ বলতে কোন সময়কে বুঝি?
☞ ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ সাল।
২৬. বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম যতিচিহ্নের প্রচলন করেন কে?
☞ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
২৭. বাংলা ভাষায় বিরাম চিহ্নের ব্যবহার শুরু হয়
☞ ১৮৪৭ সালে।
২৮. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
☞ ১৮২০ সালে।
২৯. কোন গ্রন্থে প্রথম যতিচিহ্নের সার্থক প্রয়োগ করা হয়?
☞ বেতাল পঞ্চবিংশতি
৩০. কারা ঈশ্বরচন্দ্রকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দেন?
☞ সংস্কৃত কলেজ।
৩১. বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম শোকগাঁথা কোনটি?
☞ প্রভাবতী সম্ভাষণ।
৩২. কোন গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য নতুন যুগের সূচনা হয়।
☞ বেতাল পঞ্চবিংশতি।
৩৩. ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগরের লেখা কোন বইটি ক্ল্যাসিক মর্যাদা লাভ করেছে?
☞ বর্ণ পরিচয়।
৩৪. 'শুকুন্তলা' কার লেখা/অনুবাদ গ্রন্থ?
☞ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
৩৫. বাংলা ভাষার প্রথম আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ
☞ বিদ্যাসাগরচরিত।
৩৬. বাংলা সাহিত্যে শিল্পসম্মত গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয় কাকে?
☞ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
৩৭. বিদ্যাসাগরের পারিবারিক উপাধি কী?
☞ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩৮. 'বিধবা বিবাহ আইন' প্রবর্তনে ভূমিকা রাখেন কে? কত সালে?
☞ ১৮৫৬ সালে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
৩৯. 'শুকুন্তলা' রচনাটি কোন সাহিত্যের আলোকে রচিত?
☞ সংস্কৃত অভিজ্ঞান শুকুন্তলম অবলম্বনে।
৪০. সেক্সপিয়রের 'Comedy of Errors' নাটক অবলম্বনে বিদ্যাসাগর কোন সাহিত্য রচনা করেন?
☞ ভ্রান্তবিলাস।
৪১. বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কোনটি? এটি কোন সাহিত্যের আলোকে রচনা করেন?
☞ বেতাল পঞ্চবিংশতি। এটি হিন্দি ভাষায় লালুজি রচিত বৈতাল পৈচিসী অবলম্বনে রচিত।
৪২. বিদ্যাসাগর রচিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ কোনটি?
☞ প্রভাবতী সম্ভাষণ।
৪৩. বিদ্যাসাগর রচিত দুটি মৌলিক রচনার নাম লিখুন?
☞ প্রভাবতী সম্ভাষণ, বিদ্যাসাগর চরিত।

৪৪. বিদ্যাসাগর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম কী?
☞ ব্যাকরণ কৌমুদী। এটি ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয়।
৪৫. ‘সর্বভূক্তকরী’ পত্রিকার সম্পাদক কে? কত সালে প্রতিকাটি প্রকাশিত হয়?
☞ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এটি ১৮৫০ সালে প্রকাশিত হয়।
৪৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কত সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিত হিসেবে যোগদান করেন?
☞ ১৮৪১ সালে।
৪৭. দীনবন্ধু মিত্রের কোন নাটকের অভিনয় দেখতে এসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মঞ্চে জতো ছুড়ে মেরেছিলেন?
☞ নীলদর্পণ।
৪৮. ‘হুতোম পৈচাচ নকশা’র রচয়িতা কে?
☞ কালী প্রসন্ন সিংহ।
৪৯. কোন গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস।
☞ ফুলমণি ও করুণার বিবরণ।
৫০. ‘কথাসাহিত্য’ বলতে কোনটি বোঝায়?
☞ ছোটগল্প ও উপন্যাস।
৫১. ‘রূপজালাল’ গদ্য-পাদ্যে লেখা গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
☞ নওয়াব ফয়জুল্লাহ চৌধুরানী।
৫২. বাংলা উপন্যাসে প্রাথমিক পর্যায়ে কোন বিষয়টি বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন?
☞ সামাজিক কাহিনী।
৫৩. কালীপ্রসন্ন সিংহ এর ছদ্মনাম কোনটি?
☞ হুতোম প্যাচা।
৫৪. বাংলা উপন্যাস সাহিত্য ধারার প্রথম পুরুষ হলেন-
☞ প্যারীচাঁদ মিত্র।
৫৫. প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত উপন্যাস কোনটি?
☞ আলালের ঘরের দুলাল।
৫৬. বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস টেকচাঁদ ঠাকুরের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ কোন সালে প্রকাশিত হয়?
☞ ১৮৫৮ সালে।
৫৭. বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস ‘আলালের ঘরের দুলাল’ উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
☞ প্যারীচাঁদ মিত্র।
৫৮. ‘আলালী ভাষা’ বলতে নিচের কোনটিকে বুঝায়?
☞ কলকাতা অঞ্চলের কথা ভাষা।
৫৯. বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসিক বলে কাকে আখ্যায়িত করা হয়?
☞ প্যারীচাঁদ মিত্র।
৬০. ঠকচাঁচা, বাবুরাম বাবু, মতিলাল, রামলাল, বক্রেশ্বরবাবু, ঠকচাঁচা প্রভৃতি চিরন্তনগল্পে কোন উপন্যাসে পাওয়া যায়?
☞ আলালের ঘরের দুলাল।
৬১. ‘মদ খাওয়া বড় দায়’ ‘জাত থাকার কী উপায়’, ‘গীতাঙ্কুর’, ‘অভেদী’, ‘যৎকিঞ্চিৎ বামারঞ্জিকা’ প্রভৃতি রচনার রচয়িতা কে?
☞ প্যারীচাঁদ মিত্র।
৬২. প্যারীচাঁদ মিত্র কোন ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করতেন?
☞ টেকচাঁদ ঠাকুর।
৬৩. ‘আলালের ঘরের দুলাল’ এর বাগধারাগত অর্থ কী?
☞ অতি আদরের নষ্ট পুত্র।
৬৪. “ডিফেন্স অব বেঙ্গল” বলে অভিহিত করা হয় কাকে?
☞ প্যারীচাঁদ মিত্র।
৬৫. ‘আধ্যাত্মিকা’ গ্রন্থের লেখক কে?
☞ প্যারীচাঁদ মিত্র।
৬৬. ‘তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?’-উক্তিটি কার রচনা?
☞ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৬৭. বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক উপন্যাসিক কে?
☞ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৬৮. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস কোনটি?
☞ দুর্গেশনন্দিনী।
৬৯. ‘পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ’-কে, কাকে বলেছিলেন?
☞ কপালকুন্তলা নবকুমারকে।
৭০. বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস কোনটি?
☞ দুর্গেশনন্দিনী।
৭১. সাহিত্য সম্রাট নামে খ্যাত কোন লেখক?
☞ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৭২. ‘পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ’-এটি বঙ্কিমচন্দ্রের কোন গ্রন্থের উক্তি?
☞ কপালকুন্তলা।
৭৩. ‘ইন্দ্রি’ গ্রন্থটি কার রচনা?
☞ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৭৪. ‘কপালকুন্তলা’ উপন্যাসের নায়কের নাম কী?
☞ নবকুমার।
৭৫. ‘কপালকুন্তলা’ উপন্যাসটি কার লেখা?
☞ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৭৬. ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস কার লেখা?
☞ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৭৭. ‘রাজসিংহ’ উপন্যাস কার রচনা?
☞ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৭৮. বঙ্কিমচন্দ্র রচিত গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস কোনটি?
☞ বিষবৃক্ষ।
৭৯. বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসের বিষয়বস্তু হলো-
☞ ছিয়াত্তরের মন্ডল।
৮০. ‘কুন্দনন্দিনী’ কোন উপন্যাসের চরিত্র?
☞ বিষবৃক্ষ।
৮১. জেবুল্লাহ কোন উপন্যাসের নায়িকা?
☞ রাজসিংহ।
৮২. বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচারধর্মী দ্বয়ী উপন্যাস কোনগুলো।
☞ আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী, সীতারাম।
৮৩. ‘বাবা কার ক্ষেতে দান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?’ বাক্যটি কার রচনা?
☞ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৮৪. ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ কার লেখা?
☞ বঙ্কিমচন্দ্র।
৮৫. ‘বিষাদসিন্ধু’ উপন্যাসের নায়কের নাম কী?
☞ এজিদ।
৮৬. ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা’ কার রচনা?
☞ মীর মশাররফ হোসেন।

৮৭. 'বিষাদসিন্ধু' কী ধরনের রচনা?

☞ উপন্যাস।

৮৮. 'গাজী মিয়া'র বস্তানী কে রচনা করেন?

☞ মীর মশাররফ হোসেন।

৮৯. 'বিবি কুলসুম' কার রচনা?

☞ মীর মশাররফ হোসেন।

৯০. মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক রচনা-

☞ গাজী মিয়া'র বস্তানী।

৯১. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম নাট্যকার

☞ মীর মশাররফ হোসেন।

৯২. মীর মশাররফ হোসেনের 'মোসলেম বীরত্ব' কোন ধরনের গ্রন্থ?

☞ কাব্যগ্রন্থ।

৯৩. জমিদার দর্পণ নাটকের নাট্যকার কে?

☞ মীর মশাররফ হোসেন।

৯৪. আধুনিক বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের পথিকৃৎ

☞ মীর মশাররফ হোসেন।

পিএসিসহ অন্যান্য চাকুরী পরীক্ষায় আসা প্রশ্নঃ

রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)

বাংলা গদ্যের প্রাথমিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ লেখক হিসেবে পরিচিত রামরাম বসু। তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ফারসি ভাষায় পারদর্শি ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য আসা মিশনারি পাদ্রীদের বাংলা শেখাতেন। তাঁর রচিত গদ্য ছিল ফারসি প্রভাবিত।

- ✓ রামরাম বসু ১৭৫৭ সালে হুগলী জেলার চুচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।
- ✓ তিনি কেরী সাহেবের মুন্শি নামে পরিচিত। কারণ, তিনি ১৭৯৩-১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত উইলিয়াম কেরীকে বাংলা শেখান।
- ✓ তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের পণ্ডিত ছিলেন।
- ✓ রামরাম বসু ৭ আগস্ট, ১৮১৩ সালে মারা যান।

প্রশ্ন: রামরাম বসুর সাহিত্যকর্ম কী কী?

উত্তর: 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১): এটি বাঙালির লেখা, বাংলা অক্ষরে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ও বাংলা গদ্যে প্রথম জীবনচরিত। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করার জন্য তিনি এটি রচনা করেন। এ গ্রন্থটি রচনার জন্য তিনি কলেজ থেকে তিনশত টাকা পারিতোষিক পান।

'লিপিমাল্য' (১৮০২): এটি প্রথম বাংলা পত্রসাহিত্য।

'খৃস্টস্তব', 'হরকরা', 'জ্ঞানোদয়', 'খৃস্ট বিবরণামৃতং'।

০১. কেরী সাহেবের মুন্শি বলা হয়-

- ক) রামরাম বসুকে
- খ) চণ্ডীচরণ মুন্শিকে
- গ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে
- ঘ) গোলকনাথ শর্মাকে

০২. বাঙালির লেখা বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ কোনটি?

- ক) হিতোপদেশ
- খ) কথোপকথন
- গ) ইতিহাসমালা
- ঘ) রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র

০৩. 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থটির প্রণেতা-

- ক) উইলিয়াম কেরী
- খ) গোলকনাথ শর্মা
- গ) রামরাম বসু
- ঘ) হরপ্রসাদ রায়

০৪. 'লিপিমাল্য' রচনা করেছেন-

- ক) কাশীরাম দাস
- খ) দ্বিজরাম দেব
- গ) রামরাম বসু
- ঘ) মুক্তরাম সেন

০৫. কোনটি রামরাম বসুর লেখা?

- ক) লিপিমাল্য
- খ) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং
- গ) ইতিহাসমালা
- ঘ) হিতোপদেশ

উত্তরমালা (রামরাম বসু)

০১	ক	০২	ঘ	০৩	গ	০৪	গ	০৫	ক
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

লালন সাই (১৭৭২-১৮৯০)

মানবতার বাহক লালন শাহ বাউল সাধক ও বাউল কবি হিসেবে খ্যাত। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয় না করলেও নিজের সাধনায় হিন্দু-মুসলমান শাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি মুক্ত এক সর্বজনীন ভাবরসে ঋদ্ধ বলে তাঁর রচিত গান বাংলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয়।

✓ লালন শাহ অক্টোবর, ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে (১ কার্তিক, ১১৭৯) ঝিনাইদহের হরিশপুর গ্রামে / কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালির ভাঁড়ারা গ্রামে এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

✓ কথিত আছে যে, তিনি কোন এক সময় এক বাউল দলের সঙ্গী হয়ে গঙ্গাস্নানে যান। পথিমধ্যে বসন্ত রোগাক্রান্ত হলে সঙ্গীরা তাঁকে নদীর তীরে ফেলে যান। সিরাজ শাহ নামক জনৈক বাউল সাধক তাঁকে কুড়িয়ে নেন এবং তার কাছে লালিত-পালিত হন।

✓ লালন সাই এর পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল লালনচন্দ্র কর।

✓ লালনের একমাত্র যে স্কেচটি প্রচলিত সেটি অঙ্কন করেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

✓ সিরাজ শাহের মৃত্যুর পর তিনি কুষ্টিয়ার ছেউরিয়া গ্রামে আখড়া স্থাপন করেন।

✓ তিনি আধ্যাত্মিক ও মরমি রসব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ বাউল সংগীতের জন্য বিখ্যাত।

✓ লালনকে বিশ্বসমাজে পরিচিত করণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

✓ রবীন্দ্রনাথ লালনের ২৯৮টি গান সংগ্রহ করে সংরক্ষিত করেন।

✓ 'UNESCO' বাউল গানকে ২৫ নভেম্বর, ২০০৫ সালে 'A Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage Humanity' বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

✓ তিনি ১৭ অক্টোবর, ১৮৯০ সালে (বাংলা ১লা কার্তিক, ১২৯৭) মারা যান।

০১. বাউল গানের বিশেষত্ব কী?

- ক) মরমীবাদ খ) মারেফাত
গ) আধ্যাত্ম বিষয়ক ঘ) প্রেম বিষয়ক

০২. বাউল মতের প্রতি শিক্ষিত মহলকে উৎসুক করে তোলেন কে?

- ক) লালন ফকির খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) মাধব বিবি ঘ) ফরিদা পারভীন

০৩. 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়' পঙ্ক্তির উৎস কী?

- ক) হাসন রাজার গান খ) রবীন্দ্র সঙ্গীত
গ) ভজন ঘ) লালন গীতি

০৪. 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়' পঙ্ক্তিটি কার রচনা?

- ক) লালন ফকির খ) হাসন রাজা
গ) পাগলা কানাই ঘ) ফকির আলমগীর

০৫. 'আপনার ঘরে বোঝাই সোনা পরে করে লেনা দেনা' চরণ দুটির রচয়িতা কে?

- ক) প্রমথ চৌধুরী খ) নির্মলেন্দু গুণ
গ) হাসন রাজা ঘ) লালন শাহ

০৬. 'কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়, তাইতো জাত ভিন্ন বলায়' – এই পঙ্ক্তি নিচের একজনের—

- ক) লালন শাহ খ) সিরাজ সাঁই
গ) মদন বাউল ঘ) পাগলা কানাই

০৭. 'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে' গানটির রচয়িতা কে?

- ক) লালন শাহ খ) সিরাজ সাঁই
গ) পাগলা কানাই ঘ) মদন বাউল

উত্তরমালা (লালন সাঁই)

০১	গ	০২	খ	০৩	ঘ	০৪	ক	০৫	ঘ	০৬	ক	০৭	ক
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন কবি ও সাংবাদিক। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, দেশ ও সমাজভাবনা তাঁর রচনারীতির বিশেষত্ব। তাঁর হাত ধরেই বাংলা কবিতা মধ্যযুগের গণ্ডি পেরিয়ে আধুনিকতার রূপ পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে দুই যুগের মিলনকারী হিসেবে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

- ✓ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৬ মার্চ, ১৮১২ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার শিয়ালডাঙ্গার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- ✓ ছদ্মনাম 'ভ্রমণকারী বন্ধু'।
- ✓ তিনি যুগসন্ধিক্ষণের কবি, গুপ্ত কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত।
- ✓ যুগসন্ধিক্ষণের সময়কাল ১৭৬০-১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ।
- ✓ তিনি ২৩ জানুয়ারি, ১৮৫৯ সালে মারা যান।

প্রশ্ন: তিনি কোন কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন?

উত্তর: 'সংবাদ প্রভাকর' (২৮ জানুয়ারি, ১৮৩১ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও প্রেমচান তর্কবাগিশের আনুকূল্যে তিনি পত্রিকাটি প্রকাশ করেন): এটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক। [এটি ১৮৩১ সালে সাপ্তাহিক এবং ১৪ জুন, ১৮৩৯ সালে দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে] 'সংবাদ রত্নাবলী' (১৮২৫), 'পাশুপাড়া' (১৮৪৬), 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' (১৮৪৭)।

প্রশ্ন: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত বিখ্যাত কবিতাগুলো কী কী?

উত্তর: স্বদেশ, তপসে মাছ, কে, বাঙালি মেয়ে, নীলকর, আনারস।

প্রশ্ন: ঈশ্বরচন্দ্র রচিত সাহিত্যকর্মসমূহ কী কী?

উত্তর: 'প্রবোধ প্রভাকর' (১৮৫৮): এটি কবিতার সংকলন।
'হিত প্রভাকর' (১৮৬১): এটি গদ্য ও পদ্যে রচিত বিশেষ ধরনের গল্প।
'বোধেন্দু বিকাশ' (১৮৬৩): এটি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত নাটক।

প্রশ্ন: যুগসন্ধিক্ষণের কবি কে? কেন বলা হয়?

উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়। ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মৃত্যুর মাধ্যমে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে এবং ১৮০১ সাল থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু হলেও বাংলা কাব্যসাহিত্যে ১৮৬১ সালে 'মেঘনাদবধ' প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে আধুনিকতা শুরু হয়নি। এই একশ (১৭৬০-১৮৬০) বছর কাব্যে আধুনিকতায় পৌঁছার প্রচেষ্টা চলেছে মাত্র। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মধ্যযুগের দেব-দেবীর কাহিনি বর্জন করে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর কবিতায় সমাজচেতনা থেকে শুরু করে দেশাত্মবোধ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে। আবার তাঁর কবিতায় কবিতা ও শায়েরদের রচনার ঢং, পয়ার ও ত্রিপদীর ব্যবহারও লক্ষণীয়। তাঁর মধ্যে মধ্যযুগের কাব্য-বৈশিষ্ট্য ও আধুনিক যুগের সূচনা-বৈশিষ্ট্য সমানভাবে লক্ষ্য করা যায় বলে তাকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাকে 'খাঁটি বাঙালি কবি' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

বিখ্যাত পঙ্ক্তি

- ◆ কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া। (স্বদেশ)।
- ◆ নগরের লোক সব এই কয়মাস। তোমার কৃপায় করে মহাসুখে বাস। (তপসে মাছ)।

০১. 'যুগসন্ধিক্ষণ' বা 'যুগসন্ধিকালের কবি' কাকে বলা হয়?

- ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গ) বিহারীলাল চক্রবর্তী ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

০২. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে কোন বক্তব্যটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য?

- ক) মধ্যযুগের ভাবধারায় পুষ্ট খ) আধুনিক যুগের লক্ষণাক্রান্ত
গ) নারী শিক্ষা প্রসারের অগ্রগামী ঘ) দুই যুগের মিলনকারী

০৩. 'চেতনায় সুসিদ্ধ করে জীবনের আশা' – বাক্যটি কার রচনা?

- ক) শাহাদৎ হোসেন খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ) ভারতচন্দ্র ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

উত্তরমালা (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

০১	খ	০২	ঘ	০৩	ঘ
----	---	----	---	----	---

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলার নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসিক। তিনি ছিলেন ইয়ংবেঙ্গলের ভাবগুরু ডিরোজিওর শিষ্য। তিনি বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের বিরোধিতা করেন এবং বিধবা বিবাহ সমর্থন করতেন। স্ত্রী শিক্ষার প্রচারে যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন।

- ✓ প্যারীচাঁদ মিত্র ২২ জুলাই, ১৮১৪ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।
- ✓ তিনি ‘প্যারীচাঁদ মিত্র অ্যান্ড সন্স’ (১৮৫৫) নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী এবং ‘বেঙ্গল টি কোম্পানি’ ও ‘ডারিং টি কোম্পানি’ বোর্ডের ডিরেক্টর ছিলেন।
- ✓ তার ছদ্মনাম টেকচাঁদ ঠাকুর। বাংলা ভাষায় তাঁর কৃতিত্বের জন্য পাদ্রি টেকচাঁদ ঠাকুর। বাংলা ভাষায় তাঁর কৃতিত্বের জন্য পাদ্রি লণ্ড সাহেব তাঁকে ‘ডিফেন্স অব বেঙ্গল’ নামে ডাকতেন। প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন ইয়ংবেঙ্গলের ভাবগুরু ডিরোজিওর শিষ্য। *[বাজারের অনেক বইয়ে দেওয়া আছে যে, প্যারীচাঁদ মিত্রকে ‘ডিফেন্স অব বেঙ্গল’ বলা হয়। কিন্তু এটি শতভাগ ভুল। সূত্র: একাডেমি চরিত্রাভিধান]*
- ✓ রাধানাথ শিকদার সহযোগে তাঁর সম্পাদিত ও প্রকাশিত পত্রিকা ‘মাসিক’ (১৮৫৪)।
- ✓ প্যারীচাঁদ মিত্রকে বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ বলা হয়।
- ✓ তিনি ২৩ নভেম্বর, ১৮৮৩ সালে কলকাতায় মারা যান।

প্রশ্ন: প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম কী?

উত্তর: ‘আলালের ঘরের দুলাল’ (১৮৫৭): এটি ইংরেজিতে Spoiled Child নামে অনূদিত। এটি বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস যা তিনি ‘টেকচাঁদ ঠাকুর’ নামে ধারাবাহিকভাবে ‘মাসিক’ পত্রিকায় লিখতেন। এটি কথ্য ভাষায় লিখিত যা ‘আলালী ভাষা’ নামে পরিচিত। এ জন্য তাঁকে ‘বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ’ বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ উপন্যাসের ভূয়সী প্রশংসা করেন। [বাজারের অনেক বইয়ে ‘আলালের ঘরের দুলাল’ উপন্যাসটির প্রকাশসাল দেওয়া আছে ১৮৫৮। কিন্তু বাংলা একাডেমি চরিত্রাভিধানে দেওয়া আছে ১৮৫৭]

প্রশ্ন: ‘আলালের ঘরের দুলাল’ উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উত্তর: প্যারীচাঁদ মিত্র কর্তৃক রচিত ‘আলালের ঘরের দুলাল’ (১৮৫৭) বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। এটি ইংরেজিতে Spoiled Child নামে অনূদিত। এটি বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস যা তিনি টেকচাঁদ ঠাকুর নামে ১৮৫৪ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে ‘মাসিক’ পত্রিকায় লিখতেন। এটি কথ্য ভাষায় লিখিত যা ‘আলালী ভাষা’ নামে পরিচিত। ধনাঢ্য বাবুরামের পুত্র মতিলাল কুসঙ্গে মিশে এবং শিক্ষার প্রতি পিতার অবহেলার কারণে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়।

পিতার মৃত্যুর পর সব সম্পত্তির বিনাশ সাধন করার পর তার বোধোদয় ঘটে। ফলে হৃদয়-মন পরিবর্তিত হওয়ায় সে সং ও ধর্মনিষ্ঠ হয়। এ উপন্যাসের বিখ্যাত চরিত্র— মোকাজান মিঞা বা ঠক চাচা। ঠক চাচা চরিত্রটি ধূর্ততা, বৈষয়িক বুদ্ধি ও

প্রাণময়তা নিয়ে এক জীবন্ত চরিত্র। অন্যান্য চরিত্র: ধূর্ত উকিল বটলর, অর্থলোভী বাজারাম, তোষামোদকারী বক্ত্রেশ্বর।

প্রশ্ন: প্যারীচাঁদ মিত্রের অন্যান্য গ্রন্থগুলো কীকী?

উত্তর: ‘মদ খাওয়ার কী দায়, জাত থাকার কি উপায়’ (১৮৫৯), ‘রামারঞ্জিকা’ (১৮৬০), ‘গীতাঙ্কুর’ (১৮৬১), ‘যথকিঞ্চিৎ’ (১৮৬৫), ‘অভেদী’ (১৮৭১), ‘ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত’ (১৮৭৮), ‘এতদেশীয় স্ত্রীলোকদের পূর্বাবস্থা’ (১৮৭৮), ‘আধ্যাত্মিকা’ (১৮৮০), ‘বামাতোষিনী’ (১৮৮১)।

০১. ‘টেকচাঁদ ঠাকুর’ কার ছদ্মনাম?

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ক) প্যারীচাঁদ মিত্র | খ) কালীপ্রসন্ন সিংহ |
| গ) ভুদেব মুখোপাধ্যায় | ঘ) তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় |

০২. প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত উপন্যাস কোনটি?

- | | |
|----------------------|-------------|
| ক) আলালের ঘরের দুলাল | খ) সীতারাম |
| গ) চঞ্চলা | ঘ) কুহেলিকা |

০৩. ‘আলালের ঘরের দুলাল’ গ্রন্থটি কার লেখা?

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী | খ) প্যারীচাঁদ মিত্র |
| গ) কাজী নজরুল ইসলাম | ঘ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের |

০৪. ‘আধ্যাত্মিকা’ উপন্যাসের লেখক কে?

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| ক) প্যারীচাঁদ মিত্র | খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |
| গ) দামোদর বন্দ্যোপাধ্যায় | ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |

০৫. আলালী বা হতোমী ভাষা বলা হয় কোন ভাষাকে?

- | | |
|-----------|------------|
| ক) সাধু | খ) চলিত |
| গ) ইংরেজি | ঘ) সংস্কৃত |

উত্তরমালা (প্যারীচাঁদ মিত্র)							
০১	ক	০২	ক	০৩	খ	০৪	ক
০৫	খ						

মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮)

পুরাতন রীতির শেষ কবি, হিন্দু কলেজ ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক, ভারতীয় উপমহাদেশের পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব, হিন্দু বিধবা প্রথার অন্যতম উদ্যোক্তা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মদনমোহন তর্কালঙ্কার লেখা বাংলা ভাষার বিকাশে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন।

- ✓ মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮১৭ সালে নদীয়ার বিল্বথামে জন্মগ্রহণ করেন।
- ✓ সংস্কৃত কলেজের সহপাঠী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহযোগিতায় কলকাতায় ‘সংস্কৃত যন্ত্র’ (১৮৪৭) নামক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য প্রথম মুদ্রিত হয়।
- ✓ তিনি ১৮৫০ সালে ‘সর্বো-শুভঙ্করী’ নামক পত্রিকায় দ্বিতীয় সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে শিক্ষিত সমাজের প্রশংসাজনক হন।

- ✓ কবি প্রতিভার জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকগণ কর্তৃক ‘কাব্যরত্নাকর’ উপাধি লাভ করেন এবং পরে পাণ্ডিত্যের জন্য ‘তর্কালঙ্কার’ উপাধি পান।
- ✓ তিনি ৯ মার্চ, ১৮৫৮ সালে কান্দীতে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন।

প্রশ্ন: মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সাহিত্যকর্মসমূহ কী কী?

উত্তর: পাঠ্যপুস্তক: ‘শিশুশিক্ষা’ (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড- ১৮৪৯, ৩য় খণ্ড- ১৮৫০। এভাবে ‘বোধোদয়’ নামে ৪র্থ খণ্ড রচনা করেন)। কলকাতা বেথুন কলেজ কর্তৃক ‘হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়’ (১৮৪৯) প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি বিনা বেতনে ছাত্রীদের শিক্ষাদান ও শিশুপাঠ্য হিসেবে এ গ্রন্থটি রচনা করেন।

প্রবন্ধ: ‘রসতরঙ্গিনী’ (১৮৩৪), ‘বাসবদত্তা’ (১৮৩৬)।

বিখ্যাত উক্তি

- ◆ পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল ॥ (পাখি সব করে রব)
- ◆ সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। (আমার পণ)
- ◆ লেখাপড়া করে করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে।

০১। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্মস্থান—

- ক) কলকাতা খ) নদীয়া
- গ) আসাম ঘ) দিল্লী

০২। মদনমোহনের সহপাঠী কে ছিলেন?

- ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ) রাজা রামমোহন রায়
- গ) অক্ষয়কুমার দত্ত ঘ) বিহারীলাল চক্রবর্তী

০৩। ‘পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল’ পঙ্ক্তিটির রচয়িতা কে?

- ক) মদনমোহন তর্কালঙ্কার খ) রামনারায়ণ তর্কারত্ন
- গ) বিহারীলাল চক্রবর্তী ঘ) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

০৪। ‘সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি’। এই পঙ্ক্তিটির রচয়িতা কে?

- ক) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় খ) মনোমহন বসু
- গ) মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঘ) হরিনাথ মজুমদার

মদনমোহন তর্কালঙ্কার							
০১	খ	০২	ক	০৩	ক	০৪	গ

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)

বাংলা সাহিত্যে প্রাবন্ধিক হিসেবে সমধিক খ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন প্রথম বাঙালি বিজ্ঞানমনস্ক লেখক, সমাজসংস্কারক, শিক্ষাবিদ ও আদি ব্রাহ্মণসমাজের

প্রধান কর্মপুরুষ। তিনি ১৮৩৮ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহায়তায় ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন।

- ✓ অক্ষয়কুমার দত্ত ১৫ জুলাই, ১৮২০ সারে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার নবদ্বীপের চুপী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- ✓ তিনি ছিলেন ‘তত্ত্ববোধিনী’ (১৮৪৩) পত্রিকার সম্পাদক। এ পত্রিকাটি ছিল ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র এবং এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মসমাজের মাহাত্ম্য প্রচার।
- ✓ তিনি ‘দিগদর্শন’ (১৮৪২) নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।
- ✓ তিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে ‘অনঙ্গমোহন’ নামে কাব্য রচনা করেন। এটি তাঁর প্রথম রচনা।
- ✓ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর নাতি।
- ✓ তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে দুর্লভ বৃক্ষচারা সংগ্রহ করে বালিগ্রামের নিজ বাসভবনে ‘শোভনোদ্যান’ নামে একটি বাগান তৈরি করেন।
- ✓ ১৮ মে, ১৮৮৬ সালে তিনি মারা যান।

প্রশ্ন: অক্ষয়কুমার দত্তের সাহিত্যকর্মসমূহ কী কী?

উত্তর: ‘ভূগোল’ (১৮৪১), ‘বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার’ (১ম খণ্ড- ১৮৫২, ২য় খণ্ড ১৮৫৪, ৩য় খণ্ড- ১৮৫৯), ‘ধর্মনীতি’ (১৮৫৫), ‘পদার্থবিদ্যা’ (১৮৫৬), ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ (১ম খণ্ড- ১৮৭০, ২য় খণ্ড- ১৮৮৩)।

০১। অক্ষয়কুমার দত্তের জন্মস্থান কোথায়?

- ক) নবদ্বীপ খ) চন্দ্রদ্বীপ
- গ) পাহাড়দ্বীপ ঘ) আসাম

০২। কে অক্ষয়কুমার দত্তের দৌহিত্র?

- ক) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ) মধুসূদন দত্ত
- গ) জগদীশচন্দ্র বসু ঘ) রামমোহন রায়

০৩। অক্ষয়কুমার দত্ত বিভিন্ন দেশ থেকে দুর্লভ বৃক্ষচারা সংগ্রহ করে নিজ বাসভবনে একটি বাগান তৈরি করেন, যার নাম দেন—

- ক) শোভনোদ্যান খ) ছায়ানোদ্যান
- গ) বনসাই উদ্যান ঘ) নব উদ্যান

০৪। প্রথম বাঙালি বিজ্ঞানমনস্ক লেখক ও সমাজসংস্কারক ছিলেন—

- ক) জগদীশ চন্দ্র বসু খ) অক্ষয়কুমার দত্ত
- গ) রামমোহন রায় ঘ) রামরাম বসু

০৫। ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হিসেবে খ্যাত ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

- ক) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ) অক্ষয়কুমার দত্ত
- গ) রামমোহন রায় ঘ) রামরাম বসু

০৬। ‘The Constitution of Man’ গ্রন্থের রচয়িতা কে?

- ক) রামমোহন রায় খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
- গ) অক্ষয়কুমার দত্ত ঘ) জগদীশ চন্দ্র বসু

ব্যাখ্যা: জর্জ কুমের 'The Constitution of Man' গ্রন্থটি অবলম্বনে তিনি রচনা করেন 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১ম খণ্ড- ১৮৫২, ২য় খণ্ড- ১৮৫৩)।

উত্তরমালা (অক্ষয়কুমার দত্ত)									
০১	ক	০২	ক	০৩	ক	০৪	খ	০৫	খ